এপ্রিল-জুন ২০২৪

আইন বার্তা

ব্লাস্টের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

৩০ blast ব্লাস্ট

শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪৩১

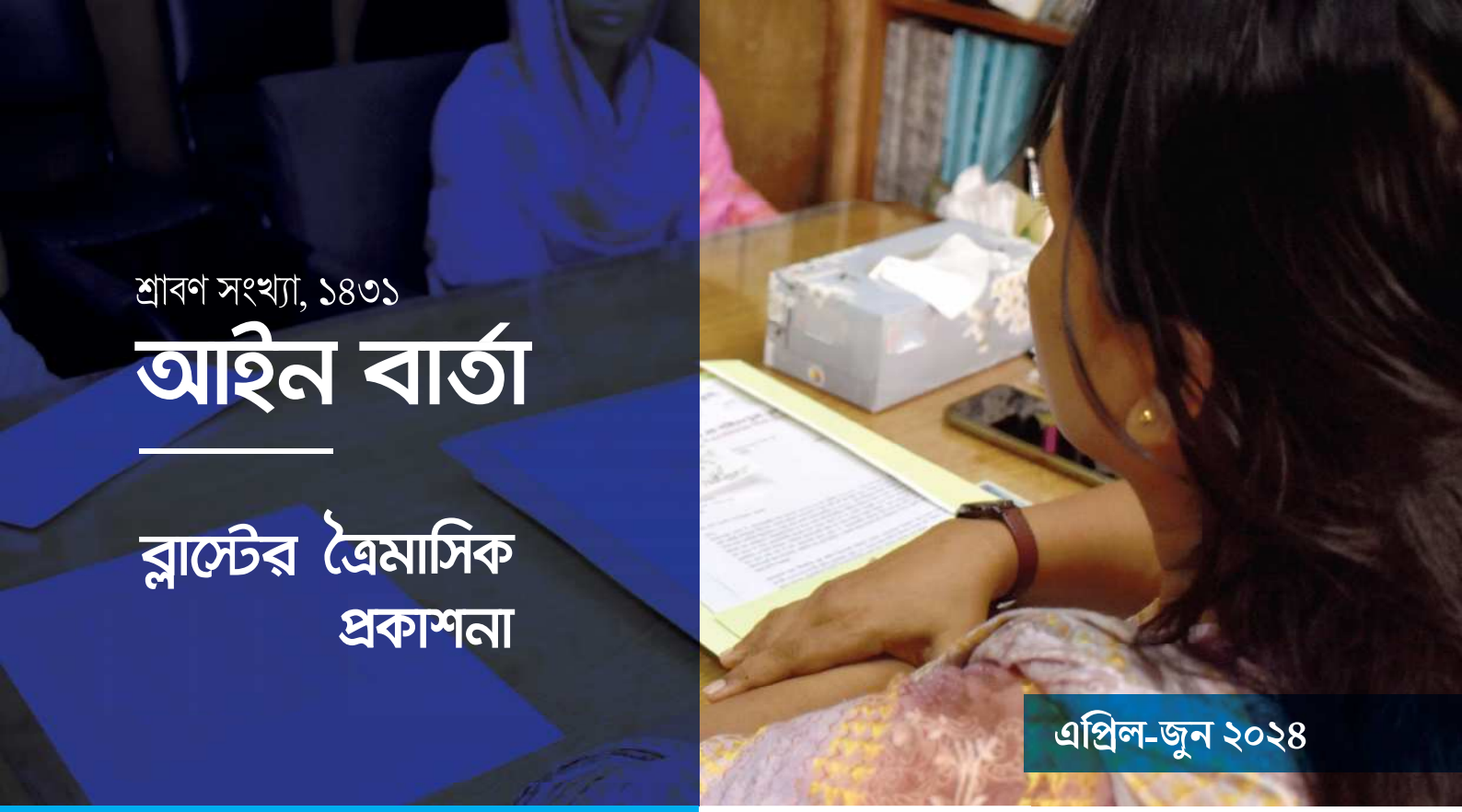

শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪৩১

আইন বার্তা

ব্লাস্টের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এপ্রিল-জুন ২০২৪

সম্পাদকমণ্ডলী
তাহমিনা রহমান । সারা হোসেন ।
আহম্মেদ ইব্রাহীম । তাকবীর হুদা

সহযোগিতায়
শাহরিয়ার পারভীন । মাহবুবা আক্তার ।
ফারজানা ফাতেমা । মুশফিকুর রহমান মারুফ ।
শাহরিয়ার হোসেন নাসিম

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা
মুশফিকুর রহমান মারুফ

প্রতিবেদন লেখক
আয়েশা আক্তার, এডভোকেট । মো: আমানুল্লাহ।
মনীষা বিশ্বাস (কর্মসূচী)। মাহপারা আলম। মো:
রবিউল হোসেন মজুমদার । ফাহাদ বিন সিদ্দিক।
আফরিদা সামিহা নাবিলাহ। নশিন তাবাসসুম

৩০ blast ব্লাস্ট

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট

১/১, পাইওনিয়র রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
+৮৮ (০২) ৮৩৯১৯৭০-২
mail@blast.org.bd
facebook.com/BLASTBangladesh
www.blast.org.bd

সূচীপত্র

সমতা ও অন্তর্ভুক্তি ০৪
ব্লাস্ট আইনী সেবা সপ্তাহ ১২
নারী অধিকার ১৩
শ্রমিকের অধিকার ১৫
জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা ১৮
গণসংযোগ ১৯

সম্পাদকীয়

প্রান্তিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ব্লাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিষয়ক সংবেদনশীল সংবাদ প্রচারে সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে ব্লাস্ট কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে এবারের আইন বার্তায়। ব্লাস্ট ও অন্যান্য সংগঠনের দায়ের করা জনস্বার্থ বিষয়ক মামলায় সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ধারণের নির্দেশিকা ও নীতিমালা প্রণয়নে হাইকোর্টের নির্দেশনা নিয়েও বিস্তারিত থাকছে এই সংখ্যায়। ব্লাস্ট রানা প্লাজা ধসের ১১ বছর উপলক্ষে জবাবদিহিতা, ন্যায় বিচার, নিহত শ্রমিকদের পরিবার ও আহত শ্রমিকদের ন্যায়বিচার, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি এবং নিহতদের স্মরণে স্মৃতিফলক করা সহ ১১ দফা দাবি জানিয়েছে। এছাড়াও ন্যায়বিচারের অগ্রযাত্রায় ব্লাস্টের ৩০ বছরের পথচলা ও ব্লাস্টের সভাপতি আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের জন্মদিন উপলক্ষে ব্লাস্ট আইনি সেবা সপ্তাহ (২০শে এপ্রিল - ২৬শে এপ্রিল) পালন করা হয়েছে। আইন বার্তার এই সংখ্যায় পেশাগত কাজে আসতে চাওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি কর্মসংস্থানের জন্য দিকনির্দেশনা ও করণীয় নিয়ে ব্লাস্ট-এর সাথে কথা বলেছেন আইনজীবী জনাব জিয়াউল হাসান। আশা করি আমাদের এবারের আয়োজন আপনাদের ভালো লাগবে।

সমতা ও অন্তর্ভুক্তি

ছবি কৃতজ্ঞতা: মুশফিকুর রহমান মারুফ/ব্লাস্ট

১.১ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার : সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা সংশোধন এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচীর সঠিক মনিটরিং প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অধিকার রক্ষায় আইন সংশোধন, প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচীসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন বক্তারা।

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রকল্পের আওতায় আটটি জেলায় চারটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী; দলিত, সমতল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, লিঙ্গ বৈচিত্রপূর্ণ (হিজরা এবং ট্রান্সজেন্ডার) জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে আয়োজিত পরামর্শ সভা হতে প্রাপ্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের অবহিত করা লক্ষ্যে আজ ১২ জুন ঢাকার মহাখালীর ব্র্যাক ইন এর মিলনায়তনে "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইনগত ও সামাজিক সুরক্ষায় করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ক্রিশ্চিয়ান এইড, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, নাগরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আ.ফ.ম রুহুল হক, এমপি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় অংশগ্রহনকারীদের হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমুহ হলো:

The Daily Star

Inclusive education key to empowering marginalised communities: speakers

Photo: Collected

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অধিকার রক্ষায় আইন সংশোধন করা
- পুনর্বাসন ছাড়া দলিতসহ কোনো জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ না করা
- সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা
- সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচীসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা
- হিজড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত অধ্যায়টি পরিমার্জন করা
- শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতার পরিমাণ খুবই নগণ্য যা পুনর্বিবেচনা করে বৃদ্ধি করা

ছবি কৃতজ্ঞতা: সিলেট ইউনিট/ব্লাস্ট

১.২ "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংবেদনশীল সংবাদ প্রচারে সাংবাদিকদের করণীয়" বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর আয়োজনে যশোর, রাজশাহী ও সিলেট জেলায় 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংবেদনশীল সংবাদ প্রচারে সাংবাদিকদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের অগ্রগণ্য ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড: গীতি আরা নাসরীন।

অনুষ্ঠানে ব্লাস্টের ইউনিটের পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, ইউনিটের উপদেষ্টা, প্রেসক্লাব এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমুহ হলো:

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বস্তুনিষ্ঠ খবরা-খবর তুলে আনার জন্য সাংবাদিকদের তৎপর ও সচেতনা হওয়া
- বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে সংবেদনশীল শব্দ চয়ন ও ব্যবহারে সাংবাদিকদের আরও বেশি সচেতন ও সংবেদনশীল হওয়া
- সময়ের পরিবর্তনে ক্রমশই বিভিন্ন শব্দ বিবর্তিত হচ্ছে। কখনো-কখনো শব্দের বিকৃত রূপ মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়- এটা শোভনীয় নয়। এ ক্ষেত্রে সংবেদনশীল শব্দ ব্যবহার করা অতীব জরুরি
- সংবেদনশীল শব্দ ব্যবহারে চিন্তা-চেতনার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন

ছবি কৃতজ্ঞতা: এহসানুল করিম

১.৪ নারী ও শিশুদের প্রতি অনলাইন সহিংসতা রুখে দাঁড়াতে কাজ করছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম

২০২২ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর নারী ও শিশুদের প্রতি অনলাইন সহিংসতা হতে সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১২ টি সংগঠনের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত মতে ব্লাস্টের উদ্যোগ- "Cyber Support for Women and Children নারী ও শিশুর প্রতি অনলাইন সহিংসতা প্রতিরোধ প্লাটফর্ম" গঠন করা হয়। নারী এবং শিশুরা অনলাইন জগতে নানান ধরনের হয়রানি এবং সহিংসতা শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত, এবং এ ব্যপারে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী সহায়তা এবং যথাযথ আইন ও নীতি প্রনয়ন ও সংশোধনের জন্য এডভোকেসী কাজ পরিচালনা করে আসছে অনেকগুলো সুশীল সমাজ সংগঠন। এ সকল সংগঠনের কাজকে একতাবদ্ধ করে অনলাইন সহিংসতার বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ প্ল্যাটফর্মটি গঠিত হয়। বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজাটাল জ্ঞান এবং সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ভুক্তভোগীদের আইনী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি অনলাইন সম্পর্কিত আইনগুলোকে নারী ও শিশু সুরক্ষাবান্ধব করে তোলার জন্য কাজ করছে প্ল্যাটফর্মের সদস্য সংগঠনসমূহ।

প্ল্যাটফর্মের কর্মকান্ডেরই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত ৭ টি অনলাইন সহিংসতার ঘটনা ব্লাস্টের মাধ্যমে আইনী সহায়তা পেয়েছে। ভুক্তভোগী যার মধ্যে প্রায় সবকটি রিভঞ্জ পর্ণ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করতে এবং অনলাইন সহিংসতার শিকারে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে প্রকাশনী সহ বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সদস্য সংগঠনের সহযোগীতায় বিভিন্ন সুশীল সমাজ সংগঠনের কর্মী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন এবং অনলাইন সহিংসতায় করণীয় কী তা নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ প্র দান করছে।

এছাড়াও প্ল্যাটফর্মের সকল আপডেট দেয়ার জন্য একটি ফেসবুক পেইজ ও ই-মেইল খোলা হয়েছে। অনলাইন সুরক্ষা সম্পর্কে সকলের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইনে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচলনা করা হয়েছিল। যেখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের শক্তিশালী পাসওয়ার্ড, মাল্টিফেক্টর অথেনটিকেশন, ফিশিং লিংক থেকে নিরাপদ থাকা এবং সফটওয়্যার আপডেট করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।

প্ল্যাটফর্ম সদস্যদের হেল্পলাইন

- বাংলাদেশ নিগ্যান এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) - ০১৭১৫২২০২২০
- সাইবার ক্রাইম অ্যাওরনেস ফাউন্ডেশন - ০১৯৫৭৬১৬২৬৩
- সাইবার টিবস ফাউন্ডেশন - ১৩২১৯

সরকারি হেল্পলাইনসমূহ

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় হেল্পলাইন - ১০৯
- জাতীয় জরুরি সেবা - ৯৯৯
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এন.এইচ.আর.সি) - ১৬১০৮
- জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা - ১৬৪৩০
- জাতীয় তথ্য পরিষেবা - ৩৩৩
- সিআইডি সাইবার ক্রাইম সেন্টার হেল্পলাইন - ০১৩২০০১০১৪৮
-
- ডিএমপি সাইবার ক্রাইম হটলাইন - ০১৩২০০৪৬৫০০
- ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার - ০১৩২০০৪২০৫৫

ছবি কৃতজ্ঞতা: মুশফিকুর রহমান মারুফ

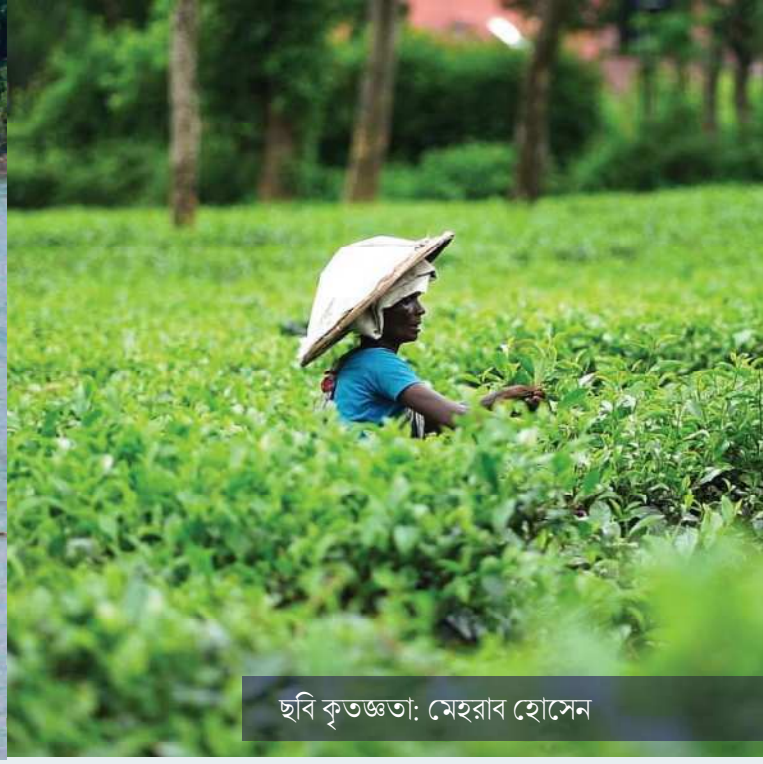

ছবি কৃতজ্ঞতা: মেহরাব হোসেন

১.৩ নারী চা শ্রমিক এবং জেলে নারীদের আইনী সুরক্ষা এবং অধিকার রক্ষায় ব্লাস্টের কর্মসূচী

দীর্ঘদিন ধরে নীরব থাকা নারী চা শ্রমিকরা এবং জেলে নারীরা বাংলাদেশের অন্যতম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘসময় ধরে হয়ে আসা নানান বৈষম্য তাদেরকে "কাঠামোগতভাবে নীরব নারী" (Structurally Silenced Women)-তে পরিণত করেছে। এসকল নারীদের কথা বলতে পারার সুযোগ করে দেয়া এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট "Our Voice Our Future (OVOF)" প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে আসেছে। ব্লাস্টের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে এসকল নারীরা তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে।

নারী চা শ্রমিক: সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গল জেলায় ব্লাস্ট আয়োজিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করে যেখানে এ সম্প্রদায়ের নারীরা বিশেষ করে চা শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।
সমস্যাসমুহ হলো:

- **কর্মক্ষেত্রে শৌচালয়ের অভাব,**
- **স্যানিটারী ন্যপকিনের অপ্রতুলতা,**
- **মাতৃত্বকালীন ছুটির না থাকা,**
- **জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা,**
- **স্ত্রী-রোগের পরামর্শ বা চিকিৎসা নেওয়ার জন্য নারী ডাক্তারের অভাব**

উল্লেখ্য ইতোমধ্যে চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য সপ্তাহে এখন ০১টি ছুটি ভোগ করছে। উক্ত সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারী ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ সমূহ হল:

- **প্রতি দুই মাসে একবার করে উঠান বৈঠক আয়োজন**
- **স্বাস্থ্যবিধি এবং তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা**
- **চা বাগানের সকল নারী শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান**
- **চা বাগানের নারী শ্রমিকদের চার মাসের বেতনসহ মাতৃত্ব ছুটির আইনগত অধিকারের বাস্তবায়ন**

উল্লেখ্য যে, ব্লাস্টের পক্ষ থেকে এই জনগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার রক্ষায় একটি গঠনমূলক এডভোকেসী পরিকল্পনা গঠন করা হয়েছে, যার অংশ হিসেবে রয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মতো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা, সেইসাথে চা শ্রমিক সংগঠন এবং বাংলাদেশ চা সমিতির সাথে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে আইন বাস্তবায়ন করা।

প্রান্তিক নারী জেলে জনগোষ্ঠি: ব্লাস্ট কক্সবাজারে প্রান্তিক নারী জেলে জনগোষ্ঠির সাথে একটি মতবিনিময়য় সভা আয়োজন করে, যারা বছরের পর বছরের পর বছর ধরে সুবিধা বঞ্চিত। সভায় জেলে নারীরা নিম্নোক্ত সমস্যা সমূহ তুলে ধরেন-

- **লিঙ্গ-ভিত্তিক নির্যাতন,**
- **বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব,**
- **বছরে ছয় মাস জলাবদ্ধতা,**
- **সীমিত শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ**
- **বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর অধীন প্রদত্ত জেলে কার্ড (মৎস্যজীবী কার্ড) গ্রহণের অক্ষমতা ইত্যাদি**

উল্লেখ্য যে, ব্লাস্ট এসব প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় স্থানীয় সামাজিক-নাগরিক সংগঠনের সাথে একসাথে কাজ করছে জেলে নারীদের অধিকার নিশ্চিতে করতে।

১.৬ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রায়শই প্রান্তিকীকরণ, বৈষম্য এবং কখনও কখনও নিপীড়ন থেকে উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সামাজিক ন্যা য় বি চা র নিশ্চিতের লক্ষ্যে ব্লাস্ট দীর্ঘদিন ধরে রংপুর জেলার ৫ টি উপজেলা যথা: পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ এবং কাউনিয়া থানায় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো -

*** বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আইনি অধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করে দেয়া।**

*** ব্লাস্ট ধর্মীয় এবং জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ন্যায়প্রাপ্তি, আইনি প্রক্রিয়া মোকাবেলা এবং জমি বিবাদ, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়, নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যান্য আইনি বিষয়ে তাদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করা।**

*** আইনী ক্ষমতায়নকে আরো সহজীকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্লাস্ট উপজেলা পর্যায়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন।**

*** প্যারালিগ্যালদের মাধ্যমে আয়োজিত উঠান বৈঠকে আইন, সম্প্রীতি এবং মানবাধিকার সম্পর্কে তথ্য দেয়া যা সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানোর পাশাপাশি অধিকার ও ন্যায়ের জন্য সক্রিয়ভাবে আওয়াজ তুলতে উৎসাহিত করে।**

সেই সাথে উক্ত ৫ টি উপজেলায় হতে থাকা বিভিন্ন বৈষম্য, হয়রানি, ভূমি বিরোধ এবং আইনী জটিলতাকে নিয়মিতভাবে পরীক্ষন এবং পর্যালোচনা করার জন্য **থ্রেট মনিটরিং** নামে একটি ডেটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। **২০২৪ সালের জানুয়ারী** থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এ ডেটাবেজে মোট ২৬ টি ঘটনায় আইনী সহায়তায়র কথা উল্লেখ করা আছে। প্যারালিগ্যাল এবং স্বেচ্ছাসেবীরা এ সকল ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন এবং ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প সমন্বয়ককে অবগত করেন। কোন ঘটনা বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন অংশীধারের সহযোগীতার প্রয়োজন হয় তবে ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনাসমূহ **'Inclusive Platform for Justice and Equality for Religious and Ethnic Communities'** নামক প্ল্যাটফর্মে আলোচনা হয়। প্ল্যাটফর্মের সদস্যগণ প্রতি দুই মাস অন্তর বসে সাম্প্রদায়িকতার কারণে ঘটা বিভিন্ন ঘটনা এবং তা সমাধানের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সম্প্রতি প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে গংগাচড়া উপজেলার খাস জমিতে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে ইউ.পি. চেয়ারম্যান সহ এলাকাবাসী বাঁধা দেয়, এবং তারা কিছু জমি টিনের চালা তুলে দখল করে নিয়ে নেয়। বিষয়টি প্ল্যাটফর্মের সভায় উত্থাপন করা হলে, সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিক গংগাচড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ফোন করে ঘটনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। পরবর্তীতে ইউনিট সমন্বয়কারী গংগাচড়া উপজেলার এসি (ল্যান্ড)-মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য অনুরোধ করলে বিষয়টি এসি (ল্যান্ড) জানেন এবং বিরোধটি সমাধানের জন্য তিনি আন্তরিক বলে মত প্রকাশ করেন। এসি (ল্যান্ড) মহোদয় গংগাচড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে বিরোধ মীমাংসা করে দেন। গত ০৩ মার্চ ২০২৪ খ্রি: তারিখে মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের চাহিদামাফিক জমির দখল প্রাপ্ত হন। মন্দির সম্প্রসারণের জন্য পূর্ববর্তী মন্দিরের পাশের প্রয়োজনীয় খাস জমি মন্দির কর্তৃপক্ষ বুঝে পেয়েছেন। এ ধ র নে র ক র্ম কা ন্ড গু লো পরিচালনার মাধ্যমে স ম্প্র দা য়ে র প্রতিনিধি এবং স র কা রি ক র্ম ক র্তা দে র একত্রিত করে ব্লাস্ট পরস্পরের মধ্যে সংলাপ, স্বচ্ছতা এবং সহযোগিতা গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে।

ছবি কৃতজ্ঞতা: মনীষা বিশ্বাস

ছবি কৃতজ্ঞতা: সমৃদ্ধি সায়র সুজয়া

৩.১ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতাকে পেরিয়ে আইন পেশায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভোকেট জিয়াউল হাসান

শৈশব, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও বিভিন্ন পেশাগত কাজে আসতে চাওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি দিক নির্দেশনা নিয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর সাথে কথা বলেছেন এই অ্যাডভোকেট জিয়াউল হাসান, অ্যাডভোকেট, জেলা জজ কোর্ট, ঢাকা।

প্রশ্ন: আপনার যাত্রা সম্পর্কে কিছু বলুন। শৈশব থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ পর্যন্ত যাত্রাটা কেমন ছিলো?

উত্তর: অন্য শিশুদের মতই আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা ঢাকাতেই এবং ক্লাস এইট পর্যন্ত আমি স্বাভাবিকভাবেই পড়াশুনা করেছি। ক্লাস এইটের শেষের দিকে পড়ার সময় আমি খেয়াল করলাম ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাতে পারতাম না, টেনিস বল, ব্যাডমিন্টনের কর্ক দেখতে সমস্যা হচ্ছিলো যেহেতু এগুলো দ্রুত চলাফেরা করে। ক্লাস টেনের পর তীব্র আকারে এই সমস্যাগুলো দেখা দিল, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের দিকে বাবা আমাকে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাবার পর আমি জানতে পারি যে আমার অসুস্থতা বেশ বিরল এবং দিনে দিনে আমি দৃষ্টিশক্তি হারাতে থাকব। ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন আমি বড়জোর দুই বছর অর্থাৎ এইচএসসি পর্যন্ত চোখে কিছুটা দেখতে পাবো, পড়াশোনা চালিয়ে যাবার মত। সাথে আমাকে এ-ও জানানো হলো আমি ৩৫-৪০ বছর পর্যন্ত কিছুটা হলেও একা একা চলাফেরা করতে পারবো কিন্তু এরপরে আমার আর কোনো দৃষ্টিশক্তিই থাকবে না। আমি এটা শুনার পরে তেমনটা আহত হইনি বা ওই বয়সে থাকা স্বত্ত্বেও ভেঙ্গে পরিনি। আমি বাসায় এসে চিন্তা করছিলাম কতো দ্রুত আমি এইচএসসি শেষ করতে পারি। এরপর আমি এভাবেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকি।

প্রশ্ন: কোন বিষয়গুলো আপনাকে স্নাতক শেষ করার পর পুনরায় আইন নিয়ে পড়াশুনার আগ্রহী হতে এবং আপনাকে আইনজীবী হতে অনুপ্রাণিত করেছে?

উত্তর: এইচএসসি শেষ করার পর আমার পরিবার পড়াশোনার জন্য আর চাপ দেয়নি। পরীক্ষার পর বন্ধুবান্ধবের সাথে সময় কাটাতাম, কিন্তু তারা যখন তাদের জীবন গুছিয়ে নিল, তখন আমি একাকিত্বে ভুগতাম। এর কিছুদিন পর একজন আইনজীবীর সাথে পরিচয় হয়। যিনি আসলে আমার পড়াশোনা শেষ করে আইনজীবী হওয়ার মূল অনুপ্রেরণা। তারপর আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসএসে ভর্তি হই এবং রেকর্ডেড পদ্ধতিতে পড়াশোনা শুরু করি। এ ক্ষেত্রে আমার মেঝো বোন এবং স্ত্রীর ভূমিকাও ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ, তার সহায়তা ও উৎসাহের ফলে আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাই এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করি।

অ্যাডভোকেট হওয়ার জন্য পড়াশোনার পর বার কাউন্সিলের অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষার জন্য শ্রুতিলেখক পেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। আমি যখন বার কাউন্সিল পরীক্ষা দিতে বসবো, পরীক্ষার আগের তিন-চারদিন আমাকে পরীক্ষা কতৃপক্ষের অফিসে সারাদিন ব্যয় করতে হতো কারণ তারা আমাকে শ্রুতিলেখক নেয়ার অনুমতি দিচ্ছিলো না। আমাকে বলা হয়েছিলো মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত বা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে এমন কাউকে নিতে হবে নইলে আমাকে পরীক্ষা দিতে দিবেনা। তখন আমি

তাদের জানালাম যে কম বয়সী একজন ছাত্র কি করে বার কাউন্সিল পরীক্ষায় আইন বিষয়ে লিখতে পারবে। তারপর একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে পেয়ে তার পড়াশোনা সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র প্রমাণস্বরূপ নিয়ে কতৃপক্ষের কাছে দিয়ে আসলাম। পরীক্ষার আগের এই সময়টায় আসলে আমি নতুন করে কিছুই পড়তে পারিনি। দুপুর তিনটায় পরীক্ষা, আমাকে পরীক্ষার দিন বেলা বারোটার সময় অনুমতি দেয়া হয়েছে যে আমি শ্রুতিলেখক নিতে পারবো। এরপর আমি সেই ছেলেটাকে নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাই। পরীক্ষায় যে উত্তরগুলো আমি জানতাম তার পাঁচ ভাগের একভাগ লেখা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে কারণ শ্রুতিলেখক ছেলেটা সময়ের সাথে লেখা কুলিয়ে উঠতে পারছিলো না। এভাবেই আমার বার কাউন্সিলের অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষা শেষ হয়।

প্রশ্ন: আপনার এই পুরো যাত্রায় আপনি কি কি প্রতিবন্ধকতা/ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন? শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ পর্যন্ত কিভাবে এসকল অভিজ্ঞতা আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

উত্তর: হ্যা, আমি সমাজের মানুষের কাছ থেকে বৈষম্যের শিকার হয়েছি। বৈষম্য আসলে আমাদের সমাজে সবার সাথে হয়। ভাষা আর আচরণেই আসলে এই বৈষম্য ফুটে ওঠে তাদের। এগুলো শুধু সমাজে থাকে তা নয়, পরিবারেও থাকে। তবে শুধু বৈষম্য পেয়েছি এ কথাটা ঠিক না, আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব সহানুভূতিশীল ছিলো এবং অনেক সহানুভূতিশীল মানুষও আমি পেয়েছি। যারা সহযোগী হয়েছে, সহানুভূতিশীল হয়েছে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন: প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি যদি বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কিংবা সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে কথা বলি, সেক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ থেকে কি ধরণের সহযোগিতা পেয়েছেন? বা সমাজ আপনাকে কিরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাহায্য করেছে?

উত্তর: পরিবার থেকে আমার বাবা-মা, ভাই বোন ও স্ত্রী আমার প্রতি ভীষণ সাপোর্টিভ ছিল। এর পাশাপাশি আমি যখন অ্যাডভোকেট হয়ে গেলাম তখন একজন জুনিয়র এডভোকেট ভাই আমাকে প্রস্তাব দিল তার চেম্বারে বসার জন্য। সেই চেম্বারে ক্লার্ক ছিলোনা। তারপর আমার যাতায়াতের প্রয়োজনে এবং কেস শুনানির জন্য সেখানে ক্লার্ক রাখা হয়েছে। আমাকে আইন পেশায় স্থায়ী হওয়ার জন্য বা আইন পেশায় আসার জন্য সহযোগিতা করায় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে কেস ও কেসের মোটিভ সম্পর্কে ব্রিফিং দেয়া হতো। এভাবেই আমার কোর্টে চলা এবং কোর্টের কাজ শিখে নেয়া।

প্রশ্ন: যেহেতু আপনি রেকর্ডেড পদ্ধতিতে পড়াশোনা করেছেন এবং আইন পেশায় সর্বদাই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য যথেষ্ট পড়ার উপকরণ আপনি খুঁজে পেয়েছেন কিনা? পর্যাপ্ত উপকরণ না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর: ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের সমস্ত আইন আছে কিন্তু তা নিয়ে আমি পড়তে পারতাম না অন্য কাউকে পড়ে শুনাতে বলতাম। বা পড়ে রেকর্ড করিয়ে দিতে বলতাম। আমি চাই এ সমস্যার সমাধান করতে আধুনিক ব্যবস্থা প্রচলন হোক আইন বিষয়ে পড়াশোনায় ও আদালতের শুনানীতে।

প্রশ্ন: শিক্ষাক্ষেত্রে এবং আদালতে কাজের ক্ষেত্রে সে জায়গাগুলো আপনার কাছে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কতটা প্রবেশগম্য বলে মনে হয়েছে? (শিক্ষা এবং অবকাঠামো উভয় ক্ষেত্রে)

উত্তর: এইচএসসির পর আমাদের কোন পাঠ্যপুস্তক ব্রেইল বা রেকর্ড পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। কেউ যদি পড়তে চায় তবে তাকে নিজ দায়িত্বে তা করিয়ে নিতে হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন পড়ার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এলএলবি পর্যায়ে সর্বোচ্চ এসএসসি বা এইচএসসিতে অধ্যয়নরত ছাত্রকে শ্রুতিলেখক হিসেবে নিতে হয়। তবে অ্যাডভোকেটশিপ পরীক্ষার সময় দশম শ্রেণী বা সর্বোচ্চ এসএসসি দিয়েছে এমন ছাত্রকে শ্রুতিলেখক হিসেবে নিতে হয়। এদিক থেকে আমার কাছে বেশ প্রতিকূল মনে হয়েছে কেননা সেক্ষেত্রে ছাত্ররা উক্ত পরীক্ষাদ্বয়ে লিখার পরিমাণ ও ব্যবহৃত শব্দের সাথে

তারা পরিচিত না হওয়ায় পরীক্ষার্থীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাছাড়া এসকল ক্ষেত্রে শ্রুতিলেখকের অনুমোদন পাবার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া আরও সহজ হতে পারে বলে আমার মনে হয়। অবকাঠামোগত দিক থেকে আমি বলবো আদালতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশগম্যতার কোন সুবিধাই নেই। প্রচন্ড ভীড় ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিজের চলাফেরা নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কেননা তাদের জন্য কোন সুবিধার ব্যবস্থা আদালতে করা নেই। তবে এসকল ব্যবস্থার অতিস্বত্বর উন্নয়ন প্রয়োজন।

প্রশ্ন: সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনাকে পথিকৃৎ বলা যায়, সমাজের পথিকৃৎ হিসেবে নিজের উপর কি দায়িত্ব, কর্তব্য বোধ করেন?

উত্তর: যদি এমন হয় যে আমাকে দেখে কেউ অ্যাডভোকেট হতে চায়, আমিও তো আসলে আরেকজনকে দেখে অ্যাডভোকেট হতে চেয়েছি। আমি তাহলে তাকে আদর্শ বলবো। সমাজের প্রতি আমার অনেক দায়িত্ব। সমাজে যে প্রতিবন্ধী মানুষগুলো বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো তাদের পর্যাপ্ত পরিমানে সুবিধা পাচ্ছেনা, সেদিক থেকে আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাই। আমি চাই যারা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখেন, সমাজ যেনো তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সমাজের কেউ যখন প্রতিবন্ধী মানুষদের ছোটো করে কথা বলে, ভিন্ন চোখে দেখে, তখন সেই মানুষটির মানসিক অবস্থা কেমন হয় সেটা শুধু সেই মানুষটাই বলতে পারে। আমি আইন পেশায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মানুষকে সহায়তা করতে ও এ পেশা সম্পর্কে মানুষের মনে স্বচ্ছতা তৈরী করতে চাই।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে কি আপনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা যারা আইন পেশায় নিয়োজিত হতে ইচ্ছুক কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য আসতে পারছে না তাদের নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক?

উত্তর: শুধু আইন পেশা না, বরং যে কোনো পেশায় যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেতে চায়, সেক্ষেত্রে আমি তাদের সাহায্য সহযোগীতা করতে আগ্রহী এবং আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন: আপনার অনুজদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন, যারা বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আইন পেশায় আসতে আগ্রহী তাদের জন্য আপনি কোন দিকনির্দেশনা দিতে চান কিনা।

উত্তর: আমি আমার অনুজদের বলবো, কখনো মনোবল হারানো যাবেনা, পৃথিবীতে আসলে টিকে থাকতে হলে সর্বক্ষণ লড়াই করতে হবে, নিজের সাথে, পরিবারের সাথে, বিভিন্ন অসুবিধার সাথে। তাহলেই নিজের লক্ষ্যকে অর্জন করা সম্ভব। সকলের প্রতি আমার একটা অনুরোধ, আসুন প্রতিবন্ধী সকল ব্যক্তিদের প্রতি সম-আচরণ করি ও শ্রদ্ধাশীর হই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ব্লাস্ট-এর সহকারী গবেষক, আফরিদা সামিহা নাবিলাহ্ এবং প্রতিলিপি তৈরী করেছেন ব্লাস্ট এর ইক্যুয়ালিটি ফেলো নোশিন তাবাসসুম

ছবি কৃতজ্ঞতা: সমৃদ্ধি সায়র সুজয়া

ব্লাস্ট আইনী সেবা সপ্তাহ ২০২৪ (২০-২৬ এপ্রিল)

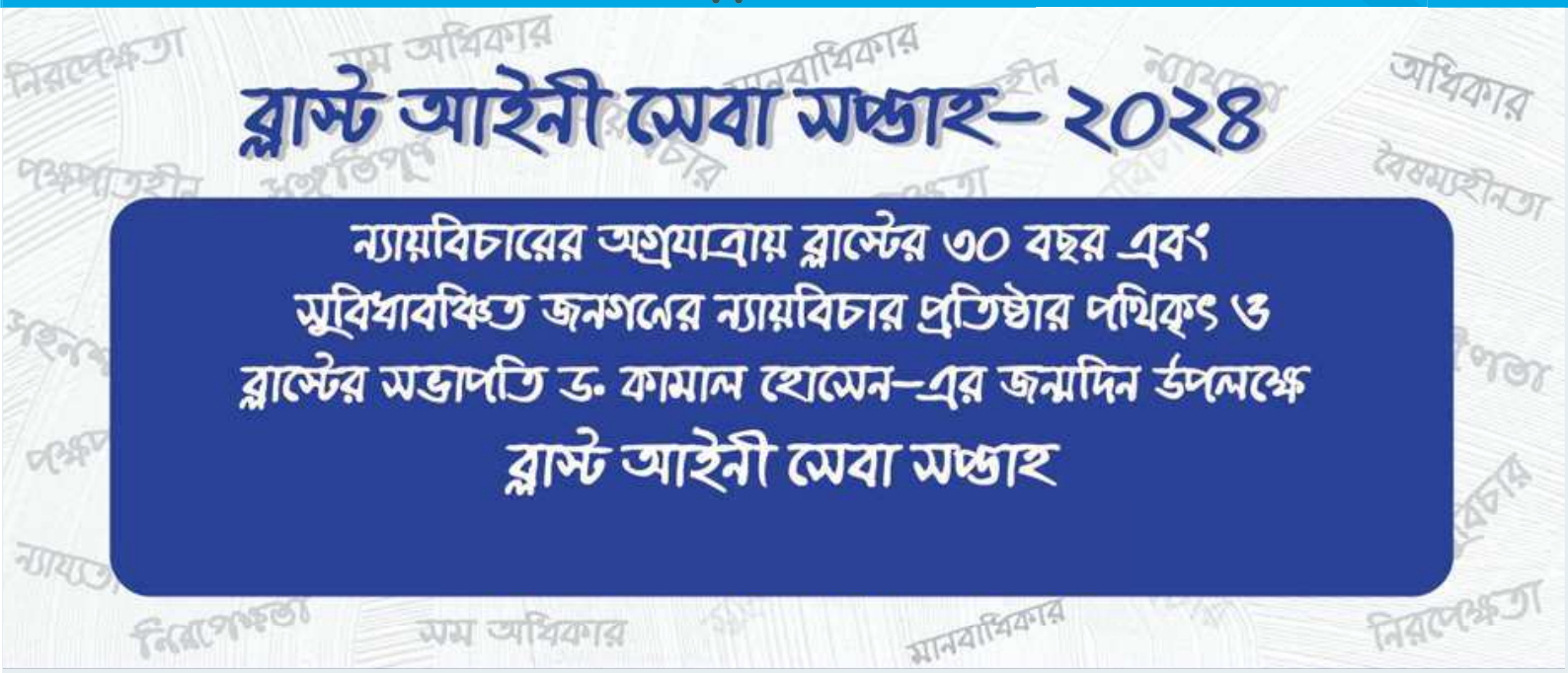

৫.১ ন্যায়বিচারের অগ্রযাত্রায় ব্লাস্টের ৩০ বছর এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ ও ব্লাস্টের সভাপতি ড. কামাল হোসেন এর জন্মদিন উপলক্ষে ২০ – ২৬ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত আইনী সেবা সপ্তাহ পালন করেছে ব্লাস্ট

ন্যায়বিচার সকলের অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার (Recognising Rights, Realising Remedies) এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ন্যায়বিচারের অগ্রযাত্রায় ব্লাস্টের ৩০ বছর এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ ও ব্লাস্টের সভাপতি ড. কামাল হোসেন এর জন্মদিন উপলক্ষে গত ২০ থেকে ২৬ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত আইনী সেবা সপ্তাহ পালন করেছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। এ উপলক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে আইনী সহায়তা ক্যাম্প, জেলা ইউনিট পরিচালনা কমিটির সদস্য ও প্যানেল আইনজীবীদের নিয়ে আলোচনা সভা এবং জাতীয় পর্যায়ে ২৪ এপ্রিল ২০২৪ রানা প্লাজা ধসের ১১ বছর পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করে ব্লাস্ট।

উল্লেখ্য যে, ব্লাস্ট জনগণের আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য গ্রাম আদালত থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত প্রতিটি আদালতে মামলা পরিচালিত করে। প্রতিষ্ঠানটি সাধারনত পারিবারিক, দেওয়ানী, ভূমির মালিকানা এবং সংবিধান বিষয়ক ইস্যুগুলো নিয়ে আইনী পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে। এর পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আইনী সেবা সপ্তাহ উদযাপন প্রসঙ্গে ব্লাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন,

"ব্লাস্ট আইনী সেবা সপ্তাহ পালন হচ্ছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং আমি মনে করি এটাও একটা বিশেষ পাওয়া আমার জন্মদিন উপলক্ষে আপনারা এটা করছেন। আইনী সহায়তার ব্যাপারে আপনারা সবাই কতটা আন্তরিক এবং মানুষ কীভাবে তা সুন্দর করে গ্রহণ করেছেন তা দেখে ভালো লাগছে। আমি মনে করি জীবনে আমার যেই কাজগুলো করেছি তার মধ্যে আইনী সহায়তার কাজে আইনজীবীদেরকে নিয়োজিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"

নারী অধিকার

হাইকোর্টের আদেশ

২.১ সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ধারণের নির্দেশিকা এবং নীতিমালা প্রণয়নে নির্দেশনা দিয়ে হাইকোর্টের রুল

গত ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ (The Guardians and Wards Act, 1890) এর ১৯ (খ) ধারাকে কেন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী এবং সংবিধানের সাথে বিশেষত, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইনসমূহ), অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের চোখে সমতার অধিকার) এবং অনুচ্ছেদ ২৮ (লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ) এর সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে না – এ মর্মে সরকারের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করেন হাইকোর্ট। একইসাথে, অভিভাবকত্ব নির্ধারণের নির্দেশিকা এবং নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে প্রস্তুতকৃত নির্দেশিকা এবং নীতিমালাটি রুল জারির আগামি ০৪ মাস (৪ আগস্ট ২০২৪) এর মধ্যে আদালতে জমা দেয়ার জন্যে মামলার ২ (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ও ৪ (জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) নং প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, The Guardians and Wards Act, 1890 এর ১৯ (খ) ধারাটি বিশেষত, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইনসমূহ), অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের চোখে সমতার অধিকার) এবং অনুচ্ছেদ ২৮ (লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। একইসাথে, নারীর সমতা বিষয়ক মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে এ মামলাটি দায়ের করা হয়।

থিঙ্ক লিগ্যাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ এবং একাডেমি অফ ল এন্ড পলিসি (আলাপ) এর যৌথভাবে দায়ের করা জনস্বার্থ বিষয়ক এক মামলার প্রাথমিক শুনানি অন্তে মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার এবং মাননীয় বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ এ রুল জারি ও নির্দেশনা প্রদান করেন। আবেদনকারীদের পক্ষে মামলাটি শুনানি করেন সারা হোসেন, সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ব্যারিস্টার আনিতা গাজী রহমান, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং অ্যাড. আয়েশা আক্তার, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট । সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাস গুপ্ত। এ মামলার বিবাদী হলেন যথাক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ।

২.২ আইনি ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে যুবদের সম্পৃক্ত করে ব্লাস্ট এর "SUCHONA II" প্রকল্প শুরু

ছবি কৃতজ্ঞতা: আহসানুজ্জামান অনিক

ব্লাস্ট এর "SUCHONA II" প্রকল্পটি যুবসম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে তাদের আইনি ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে সমাজের ৩টি জনগোষ্ঠী যেমন নারী, মেয়ে এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায়, গত ২৬-২৭ মে ২০২৪ ইং তারিখে, হোটেল প্লাটিনাম গ্র্যান্ড, বনানী, ঢাকায়, ৩টি সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন -নন্দিতা সুরক্ষা, ওরধ্য, সম্পূর্ণা এর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ২ দিন ব্যাপী "প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্ল্যানিং এবং ডকুমেন্টেশন" বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, প্রকল্পের লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে অংশীদারদের ব্রিফিং, সেইসাথে প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা, বাস্তবায়নের কৌশলগুলি সংজ্ঞায়িত করা এবং চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা, রিপোর্টিং এবং ডকুমেন্টেশন, যোগাযোগ কৌশলগুলি, ব্লাস্ট নীতিগুলির পাশাপাশি লজিস্টিকস এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন।

শ্রমিকের অধিকার

ছবি কৃতজ্ঞতা: আহসানুজ্জামান অনিক

৩.১ ২৪ এপ্রিল ২০২৪ রানা প্লাজা ধসের ১১ বছর: জবাবদিহিতা, ন্যায় বিচার এবং নিহতদের স্মরণে স্মৃতিফলক করাসহ ১১ দফা দাবি ব্লাস্টের

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ইং তারিখে "রানা প্লাজা" ভবন ধসের ঘটনায় ১,১৩৫ জন শ্রমিক নিহত হন, পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরন করেন আরো ১,১৬৯ জন শ্রমিক। এ বিপর্য়ের ১১ বছর অতিক্রান্ত হলেও সর্বমোট ২০টি মামলা চলমান রয়েছে যার একটিও নিষ্পত্তি হয়নি। এমনকি একজন ব্যতিত সকল আসামীই জামিনে রয়েছে। এ সকল মামলাসমূহের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আদালতে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলাসমূহ বর্তমানে এখনও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর পর্যায়ে রয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কিংবা তাদের পরিবারকে এখনও কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি, যদিও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এবং তাদের পরিবার রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এছাড়াও এ বিপর্যয়ের পর রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতে অনেক ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু জবাবদিহিতা ও ন্যায় বিচার এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

রানা প্লাজা ভবন ধসের ১১ বছর পরেও ভুক্তভোগীদের অধিকার আদায় ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে দায়ের করা মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং চলমান মামলা সমূহ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্টদের করণীয় বিষয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকায় "রানা প্লাজা ভবন ধস: ন্যায় বিচারের অপেক্ষায় ১১ বছর" শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এম এ আউয়াল (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা, ব্যারিস্টার অনীক আর হক, আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ এবং বিমল সমাদ্দার, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট, ঢাকা। "রানা প্লাজা ভবন ধস: ন্যায় বিচারের অপেক্ষায় ১১ বছর" বিষয়ক উপস্থাপনা তুলে ধরেন, সিফাত-ই-নূর খানম, সিনিয়র স্টাফ আইনজীবী, ব্লাস্ট এবং এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ। তিনি তার উপস্থাপনায় বিভিন্ন আদালতে চলমান রানা প্লাজা সম্পর্কিত সকল মামলার অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন এবং সুপারিশে এ সকল মামলার দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিতে মামলা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর তাগিদ দেন এবং আইনের পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার ও শ্রমিকদের স্বার্থে স্বাস্থ্যসুরক্ষা নীতিমালার বাস্তবায়ন ও তদারকি জোরদার করার আহবান জানান। সভায় উপস্থিত রানাপ্লাজা ভবন ধসের ভুক্তভোগী নিলুফা বেগম, শিলা বেগম, মিনু বেগম এবং দয়াল সূত্রধর তাদের অভিজ্ঞতা এবং দাবীর কথা বলতে গিয়ে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবী জানান। পাশাপাশি মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সুপারিশে বলেন-

- **এই ধরণের দুর্ঘটনার শিকার আহত বা নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের সময়ে অবশ্যই তার ভবিষ্যৎ প্রাপ্য মজুরী, চাকুরী শেষে প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি, অনুমিত চিকিৎসা খরচ, পরিবারের পোষ্যদের অনুমিত খরচ, দুর্ঘটনার পরবর্তী শ্রমিকের মানসিক চাপ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উচ্চ আদালতে নজির বিবেচনায় নেওয়া**
- **মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ**
- **ঘটনস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং উক্ত জায়গায় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ**
- **আহত থেকে প্রতিবন্ধী হওয়া শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসা খরচ ও আইনীভাবে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণের**
- **মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে তদবির করা**
- **ভূক্তভোগীদের পূনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ**
- **বাংলাদেশ শ্রম আইনে নিহত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ২ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিকদের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা আছে যা কোনোভাবেই সময়োপযোগী নয়। তাই কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের**

রানা প্লাজা ভবন ধসের ১১ বছর

রানা প্লাজা ভবন ধসের **১১ বছরে** এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিকরন এবং পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণে ব্লাস্ট নিম্নরূপ **১০ দফা** সুপারিশ করছে–

ছবি কৃতজ্ঞতা: মুশফিকুর রহমান মারুফ/ব্লাস্ট

১) দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) শ্রম আদালতে দায়েরকৃত ফৌজদারী চলমান মামলার তারিখসমূহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মন্ত্রনালয়ের তদারকি বৃদ্ধি এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলকরণ।

৩) দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও মামলাগুলি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং দীর্ঘসূত্রিতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা। এছাড়া আইনগত দূর্বলতা এরূপ দীর্ঘসূত্রিতার জন্য দায়ী হলে তা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

৪) এ মামলাগুলোকে অধিক স্পর্শকাতর মামলা হিসেবে বিবেচনা করা।

৫) এ সকল মামলার নিয়মিত অগ্রগতি বা দীর্ঘসূত্রিতাসহ সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করা।

৬) রানা প্লাজা ও তাজরীণ সহ সারাদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আইএলও কনভেনশন ১২১, টর্ট আইন এবং মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫-এর ভিত্তিতে শ্রমিকদের সারা জীবনের আয়ের ক্ষতির আদেশে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের একটি জাতীয় মানদন্ড তৈরী করতে হবে।

৭) রানা প্লাজা ভবন ধসে আহত শ্রমিকদের মনোসামাজিক চিকিৎসাসহ দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা নিশ্চিতকরণসহ সকল আহত শ্রমিকের ও সকল নিহত শ্রমিকদের পরিবারের পূনর্বাসন নিশ্চিতকরণে ও উক্ত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮) সাভার ও জুরাইনে বিপর্যয়ে প্রাণ হারানো সকলের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং রানা প্লাজা ভবন ধসে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে জুরাইন কবরস্থানে তাদের নামফলক স্থাপন।

৯) শ্রম আইন অনুযায়ী নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন (অগ্রগতি এবং দুর্ঘটনার তথ্যসহ) প্রকাশ করা।

১০) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য (occupational safety) সুরক্ষা নীতিমালার বাস্তবায়ন ও তদারকি জোরদার করা।

৩.২ ব্লাস্ট লিগ্যাল এইড ক্যাম্প

শ্রমিকদের মধ্যে আইনি প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান ও আইন সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আশুলিয়া এলাকাতে ২টি, গাজীপুর এলাকাতে ৩টি ও চট্টগ্রামে ১টি লিগ্যাল এইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে স্থানীয় কলকারখানার শ্রমিক, শ্রম আদালত ও জেলা জজ আদালতের প্যানেল আইনজীবী, স্থানীয় পুলিশ প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, ব্লাস্ট-এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পে শ্রম আইন, পারিবারিক, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও আইন সহায়তার জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে শ্রমিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম, সালিশ, আইনগত পরামর্শ, সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, অধিকার সেবা বিষয়ক প্রকাশণা বিতরণ, শ্রমিক জিজ্ঞাসা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই ক্যাম্প গুলোতে শ্রমিকসহ প্রায় সহস্রাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা

৪.১ নির্যাতিত ব্যক্তি এবং নির্যাতনের ফলে নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট

গত ২৬ জুন ২০২৪ তারিখ "আন্তর্জাতিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সমর্থন দিবস" উপলক্ষ্যে নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত ব্যক্তি এবং নির্যাতনের ফলে নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল স্থাপন এবং তা থেকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন ও আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট।

> "নির্যাতনের শিকার সকল ব্যক্তির আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যে কোন নির্যাতনের শিকার হয়ে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার পরিবারের যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা কোনোভাবেই টাকার অংকে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন।"
>
> সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট সিনিয়র আইনজীবী এবং ব্লাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জেড আই খান পান্না

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সংবিধানে সব ধরনের নির্যাতন এবং অমানবিক ও নিষ্ঠুর সাজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আইন ও আদালতের বেশ কিছু রায় পেলেও বাস্তব চিত্র এর বিপরীত। হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু (নিবারন) আইনটি ২০১৩ সালে প্রণীত হলেও এই পর্যন্ত প্রায় ১১ বছরে এই আইনের আওতায় গুটিকয়েক মামলা রজু হয়েছে। এর মধ্যে আইন প্রণয়নের প্রায় ৭ বছর পর গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে দেশে সর্বপ্রথম এই আইনের আওতায় পুলিশি হেফাজতে ইশতিয়াক হোসেন জনির মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত হত্যা মামলার রায় প্রকাশ পায়।

> "পুলিশ এর হেফাজতে নির্যাতন এর শিকার হয়ে আমার ছেলের মৃত্যুতে তার ছোট সন্তানরা ও আমার পরিবার অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে এবং সরকারের পক্ষ হতে এখনো পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই"
>
> পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত জনির মা খুরশীদা বেগম

বিগত ২০১৪ সালে রাজধানীর পল্লবী থানায় পুলিশের হেফাজতে ইশতিয়াক হোসেন জনির মৃত্যুতে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু নিবারন আইনের অধীনে জনির ছোট ভাই ইমতিয়াজ হোসেন রকি আদালতে মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ সাত বছর পর গত ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার দায়রা জজ আদালতে দায়ের হওয়া মামলায় তিন পুলিশ সদস্যের যাবজ্জীবন এবং অপর দুই জনের সাত বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত। পাশাপাশি এক লাখ টাকা করে জরিমানা এবং দুই লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশও দেয়া হয়েছে। জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে আরো ৬ মাস করে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে আদেশ দেয় আদালত। কিন্তু বর্তমানে হাইকোর্টের আপীল আবেদনটি বিচারাধীন অবস্থায় আছে এবং আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টিও স্থগিত রাখা হয়েছে।

গণসংযোগ

১টি
রেডিও শো

২ জন
অতিথি

২৫০০+
জন শ্রোতা

লিঙ্ক
https://www.facebook.com/watch/?v=3897818370452462

৬.১ প্রান্তিক নারীর অধিকার শীর্ষক রেডিও শো

২০২৪ সালে ব্লাস্ট এবং রেডিও পল্লীকণ্ঠ এফএম ৯৯.২ যৌথভাবে সামাজিক কাঠমোতে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, প্রান্তিক চা সম্প্রদায়ের নারী শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা, তারা কী ধরনের সামাজিক, স্বাস্থ্য বা আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন এবং সরকারি-বেসরকারি আইনি সহায়তার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

৬.২ ব্লাস্ট প্রকাশনী জানুয়ারী - জুন ২০২৪

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: blast.org.bd/resources/publications

৬.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে আবেদন জানুয়ারী - জুন ২০২৪

গত ০৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার জন্য ব্লাস্ট ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী নির্যাতনের শিকার:

প্রাপ্ত বয়স্ক - ৩

- ♂ পুরুষ – ০
- ♀ নারী – ৩
- ⚥ লিঙ্গ বৈচিত্র জনগোষ্ঠী – ০

শিশু - ১৪

- ♂ ছেলে শিশু– ৮
- ♀ মেয়ে শিশু – ৬

জানুয়ারী - জুন ২০২৪ আবেদন পর্যালোচনা

আবেদনের সংখ্যা	১৭
নিস্পত্তি	০
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে	৩
চলমান	১৪

আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

ব্লাস্ট লিগ্যাল এইড হেল্পলাইন ঃ ০১৭১৫ ২২০২২০
জাতীয় জরুরী সেবা পেতে হটলাইন ঃ ৯৯৯
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার হটলাইনঃ ১০৯
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা হটলাইন ঃ ১৬৪৩০
শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে হটলাইন ঃ ১০৯৮
কারখানা ও স্থাপনা পরিদর্শন বিভাগ হেল্পলাইন ঃ ১৬৩৫৭
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এন.এইচ.আর.সি) ঃ ১৬১০৮
জাতীয় তথ্য পরিষেবা ঃ ৩৩৩
সিআইডি সাইবার ক্রাইমস হেল্পলাইন ঃ ০১৩২০০১০১৪৮
ডিএমপি সাইবার ক্রাইমস হেল্পলাইন ঃ ০১৩২০০৪৬৫০০
ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার ঃ ০১৩২০০৪২০৫৫